দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ৩০ DEC 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

জিপিএ-৫ : নীতি-নিয়মের পরিবর্তন আবশ্যক

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পাইয়াছে। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনে উঠিয়া আসিয়াছে এই চিত্র। প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, ২০০৩ সালে যেখানে জিপিএ-৫ পাইয়াছে মাত্র ২০ জন, সেখানে ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ২৩৭৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৭ হাজার ৫৩০ হইয়াছে। অথচ এই সময়ে পাসের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র ৩ গুণ। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পাস মার্কসও অর্জন করিতে পারে নাই। গত তিন বৎসরে যথাক্রমে ৫১ শতাংশ, ৫২ শতাংশ ও ৫৫ শতাংশ হারে শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে।

কেবল উচ্চ মাধ্যমিক নহে, মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মান হ্রাস পাইয়াছে। বিগত এক দশকে এই মান ক্রমশ নিম্নমুখী হইয়াছে বিশেষ কিছু কারণে। তাহার মধ্যে একটি হইল শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে অতিরিক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার প্রবণতা। উত্তরপত্রে বেশি নম্বর প্রদান করিতে রীতিমতো লিখিত ও মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয় পরীক্ষকদের। দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য পাস মার্কস বরাদ্দের পাশাপাশি ভালো শিক্ষার্থীদের এ-প্লাস এবং এ-গ্রেডসহ বিভিন্ন গ্রেড পাইবার ক্ষেত্রে উত্তরপত্র সহানুভূতির সহিত মূল্যায়ন করিতে বলা হয়। কোনো পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হইলে তাহার জন্য জবাবদিহিও করিতে হয়। তাহা ছাড়া, দেশে এমন অনেক এমপিও-ভুক্ত বিদ্যালয় রহিয়াছে যাহারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে মার্কস বিতরণ করিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি এমন যে, কোনো শিক্ষার্থী ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৮ পাইলেই তাহাকে পাস নম্বর ৩৩ দিতে হইবে। মৌখিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় কোনো শিক্ষার্থী ২৫ বা ২৬ পাইলেও তাহাকে ২৮ দিয়া পাস করাইয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া কোনো কোর্সে ৩৮ মার্কস পাইলে ৪০, ৪৮ পাইলে ৫০, ৫৮ পাইলে ৬০; ৬৮ পাইলে ৭০ এবং ৭৮ পাইলে ৮০ করিতে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে বলা হয়। এসব কারণে দেখা গিয়াছে, যাহারা ক্লাসে সঠিকভাবে এক লাইন বাংলাও লিখিতে পারে না, তাহাদেরও কেহ কেহ জিপিএ-৫ পাইয়াছে। ইহার বিপ্রতীপ ফল মিলিতেছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়। ২০০৫ সাল হইতে এখন অবধি অনুষ্ঠিত ১০টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৩০ শতাংশের নীচে। চিত্রটা এইরূপ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শেষ করিবার পরও নিজের পাঠ্যবিষয়ে পরীক্ষা দিয়াও ন্যূনতম পাস নম্বর অর্জন করিতে ব্যর্থ হইতেছে প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী। অন্যদিকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস মার্কস অর্জন করিতে ব্যর্থ হইতেছে সিংহভাগ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী। সর্বশেষ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাঁচটি ইউনিটে পাসের গড় হার ছিল ১৪ দশমিক ২৬ শতাংশ। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সাধারণত এইরূপ হয় যে, শিক্ষার মান কমিতেছে না, মান বাড়িতেছে; কিন্তু যে মান অর্জনের জন্য লড়াই, তাহা অর্জন করা সম্ভবপর হয় নাই।

কথার মারপ্যাঁচ যাহাই হউক, ফলাফল আমাদের কাছে স্পষ্ট। বিনাচাষে শস্য পাওয়া আর বিনা পড়ালেখায় পাস করিবার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? রবীন্দ্রনাথের কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—'বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি? / শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী, / আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে, / তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।'

গৌরব ছাড়িয়া গেলে আর কী অবশিষ্ট থাকে? সুতরাং এই আত্মঘাতী নীতি-নিয়মের পরিবর্তন আবশ্যক।